USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

WINROCK INTERNATIONAL

2024

সারভাইভার দলগুলোর সহায়তার জন্য অনুশীলনকারী নির্দেশিকা:

বাংলাদেশ হতে প্রাপ্ত শিক্ষার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত

Written by: John Luke Chua, Michaelle Tauson, & Sara Piazzano

বিশেষ ধন্যবাদ

এই অনুশীলনকারী নির্দেশিকাটি অস্তিত্বগতভাবে পুরোপুরি অনির্বাণের কাছে ঋণী। এই নির্দেশিকা জুড়ে বিশদকৃত ধারণা, নীতিমালা ও অনুশীলনগুলোর জন্য আমরা অনির্বাণের সারভাইভার নেতৃত্বের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গভীর দৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা উদারতার সহিত তাদের সময় ও পরিধি আমাদের দিয়েছেন। কর্মব্যস্ত যশোর হতে ঐতিহাসিক কক্সবাজার — এই নির্দেশিকা আমাদের খুঁজে পাওয়া প্রতিটি সারভাইভার নেতৃত্বের দুরুহ কিন্তু প্রভাবশালী কাজের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। আমরা বাংলাদেশে FSTIP, আশ্বাস এবং BPEMS প্রকল্পে যুক্ত আমাদের সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, যাদের অমূল্য সহযোগিতায় এই গবেষণাটি সম্ভবপর হয়েছে। পরিশেষে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, হিউম্যানিটি রিসার্চ কন্সালটেন্সিতে সমমনা সঙ্গী ও বন্ধু, যাদের সাথে আমরা মাঠপর্যায়ে কাজ করেছি, এবং যা শুনেছি ও দেখেছি তার বিশ্লেষণ ও প্রতিফলনে অসংখ্য ঘণ্টা একসাথে কাটিয়েছি, তাদের পেয়ে আমরা ভাগ্যবান। আমরা আশা করি আমাদের প্রাপ্ত উপলব্ধিগুলো প্রকৃতভাবেই সারভাইভারদের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করবে এবং বিদ্যমান অবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহসী ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা জোগাবে।

পরিক্রমণিকা

১. উদ্দেশ্য ২

২. পটভূমি ৩

৩. সারভাইভার দলগুলোর কর্ম: তারা কী করে? ৬

৪. একটি সারভাইভার দলের প্রতিষ্ঠা: সংগঠনের বাস্তবতা ১৪

৫. টেকসইতা: সংক্ষিপ্ত পরিভাষাগুলোর উর্ধ্বে গিয়ে চিন্তা করা ১৯

৬. সম্ভাব্য তহবিলের মডেল: “একই মাপে সবার চলবে” ধারণা আর নয় ১৯

৭. সারভাইভার দল তৈরির ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো ২২

গ্রন্থপঞ্জী ২৬

১. উদ্দেশ্য

সিটিআইপি প্রকল্প ও হস্তক্ষেপগুলোতে পাচার সারভাইভারদের ভূমিকা প্রসঙ্গে মানবপাচারবিরোধী (CTIP) সেক্টরের বয়ানে বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। সিটিআইপি সেক্টরের প্রভাবশালী স্টেকহোল্ডার, যেমন, ইউএসএইডের মত আন্তর্জাতিক ডোনাররা বৈশ্বিক সিটিআইপি প্রচেষ্টায় সারভাইভার সংযুক্ততা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর ব্যক্ত করেছে (USAID, 2023)। তবে, সারভাইভার সম্পৃক্ততা বলতে কী বোঝায় সে সম্পর্কে এখনও অনেক দ্বিধা এবং ঐক্যমতের অভাব রয়েছে। আংশিকভাবে এর কারণ হচ্ছে এই ধারণাটি তুলনামূলকভাবে নতুন, যা এখনো স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তদুপরি, সারভাইভারদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলন এবং চ্যালেঞ্জেগুলোর লিপিবদ্ধ রূপের অভাব রয়েছে বর্তমানে, যার ফলে এর সূক্ষ্ম এবং জটিল বিষয়গুলো নিয়ে ধারণায় দুর্বলতা ও অসচেতনতা রয়েছে ((Tauson et al., 2024)। আমাদের বিতর্ক হচ্ছে যে যেখানে সারভাইভারদের সাথে কাজ করার সময় কোন দিকগুলো বিবেচনা করা উচিত সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনার অভাব বিদ্যমান, সেখানে সারভাইভার সম্পৃক্ততা নিয়ে কাজ করার জন্য সিটিআইপি (CTIP) কর্মী ও প্রকল্পগুলোর প্রতি আন্তর্জাতিক দাতাদের চাপ প্রয়োগ বিভিন্ন অনিচ্ছাকৃত পরিণতি এবং সারভাইভারদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশে সারভাইভারদের দ্বারা পরিচালিত একটি দল "অনির্বাণ" এর সহায়তায় পরিচালিত অংশগ্রহণমূলক কর্ম গবেষণা (PAR) প্রকল্পের ফলাফলগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে এই নির্দেশিকা সারভাইভার দলগুলোর অনন্য ভূমিকা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রদান করতে এবং এসব দলকে সহায়তা করতে আগ্রহী কর্মীদের এর জটিলতা ও চ্যালেঞ্জগুলো বোঝার প্রয়োজনে নির্মিত। এই নির্দেশিকা এনজিওগুলো কীভাবে সারভাইভার দলগুলোকে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে ও তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে সে সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি প্রদান করে।

২. পটভূমি

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে সারভাইভারদের দ্বারা পরিচালিত একটি গ্রুপের সাথে ইউএসএইড এশিয়া সিটিআইপি (USAID Asia CTIP) পরিচালিত গবেষণাটি সারভাইভারদের ক্ষমতায়ন এবং সমষ্টিগত কার্যক্রমের বিষয়ে গবেষণার শুন্যতা পূরণ করার লক্ষ্য নিয়েছিল। এই গবেষণায় সারভাইভারদের শনাক্ত করা, তাদের প্রয়োজনীয় সেবার সাথে সংযুক্ত করা এবং ইতিবাচক পুনর্বাসন ও প্রতিরোধমূলক ফলাফল প্রদানে অনির্বাণের প্রভাবশালী ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । "অনির্বাণ," যার আক্ষরিক অর্থ "যে অগ্নিশিখা কখনো নিভে যায় না," হল একটি দল যা পাচারের শিকার সারভাইভারদের নিয়ে গঠিত, যারা ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসেবে কাজ করে। তারা সারভাইভারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সক্রিয়ভাবে তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কাজ করে। এই দলগুলো সুরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অবমূল্যায়িত ভূমিকা পালন করে, যারা উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এমন সারভাইভারদের সহায়তা প্রদান করে ।

অনির্বাণ প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১১ সালে একটি ইউএসএইড অর্থায়িত সম্মেলনকালীন, যেখানে সারভাইভাররা তাদের অধিকার রক্ষা এবং পাচার প্রতিরোধের জন্য একটি সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে অনির্বাণ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সারভাইভার দলগুলোর একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, যা মানব পাচার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং সারভাইভারদের ও তাদের অধিকারের নিশ্চিত করতে কাজ করে। এই দলগুলো স্থানীয় পর্যায়ে সারভাইভারদের সমস্যা এবং উদ্বেগগুলোর কথা তুলে ধরে, যাতে সারভাইভারদের প্রতি একটি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়। তবে, এটি উল্লেখ করা জরুরি যে অনির্বাণ কেবল "সারভাইভারদের কণ্ঠস্বর" বা অ্যাডভোকেসি দল হিসেবেই কাজ করে না। তারা স্কুল ও মাদ্রাসায় নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে সেশন পরিচালনা করে; সাংবাদিক, স্থানীয় সরকার এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সাথে আদানপ্রদানমূলক বৈঠক আয়োজন করে; সদস্য এবং অন্যান্য সারভাইভারদের নেতৃত্ব এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে; এবং তাদের স্বীয় এলাকায় মানবাধিকার, নারীর অধিকার এবং নিরাপদ অভিবাসন দিবস প্রচার করে। এই কাজের অনেকটাই অনির্বাণের স্থানীয় পর্যায়ে সারভাইভারদের সংগঠিত এবং সক্রিয় করার দক্ষতার ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, অনির্বাণ মানুষকে সংগঠিত করার যে অনন্য কিন্তু প্রায়শই উপেক্ষিত কাজটি করে, তা তাদের বহুমুখী কর্মযজ্ঞের মূল ভিত্তি।

ভুক্তভোগী বনাম সারভাইভার

ভুক্তভোগী বা "ভিকটিম" শব্দটি সাধারণত আইনি প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় সেসকল ব্যক্তিদের সনাক্ত করতে যারা ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং যারা আইনের অধীনে নির্দিষ্ট অধিকার এবং সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য। কিছু অ্যাডভোকেসি দল এবং সিটিআইপি (CTIP) সংগঠনগুলো "সারভাইভার" শব্দটি ব্যবহার করতে পছন্দ করে, কারণ এটি ব্যক্তি ক্ষমতায়ন এবং চলমান পুনরুদ্ধারের ধারণা প্রদান করে, বিপরীতে "ভুক্তভোগী" শব্দটি ইঙ্গিত দেয় যে পাচারের শিকার ব্যক্তি দুর্বল এবং পাচারের ট্রমা কাটিয়ে উঠতে সংগ্রাম করছে।২ সর্বোপরি, এই ধারণাটিকে সমর্থন করার জন্য খুব কমই প্রমাণাদি রয়েছে, এবং আমাদের যুক্তি হচ্ছে যে এই বিভাজন অনেকটা অপ্রয়োজনীয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ

বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ হলেন যারা সামাজিক, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য বা অন্যান্য সমস্যাগুলির দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হন এবং সেই সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল দ্বারাও প্রভাবিত হন। এটি তাদের এমন গভীর দৃষ্টি প্রদান করে যা সিস্টেম, গবেষণা, নীতিমালা, অনুশীলন এবং প্রকল্পগুলোকে অবহিত এবং উন্নত করতে পারে। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা মানে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তি পরিচয় এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রাপ্ত জ্ঞান, যা তাদের পেশাগত বা শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার উর্ধ্বে বিস্তৃত। ৩

১ "Using the term 'Survivor': Facilitating conceptual clarity in the anti-trafficking domain" হতে উদ্ধৃত। https://www.fighttrafficking.org/atc_blog/using-the-term-survivor/ হতে সংগ্রহীত।

২ সারভাইভ ও থ্রাইভ অ্যাডভোকেসি সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা হতে উদ্ধৃত। https://surviveandthriveadvocacy.org/human-trafficking-terms-what-you-need-to-know/ হতে সংগ্রহীত।

৩ "Methods and Emerging Strategies to Engage People with Lived Experience", সহকারী সচিবের পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কার্যালয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানব সেবা বিভাগ হতে উদ্ধৃত।

কোন শব্দটি ব্যবহার করবেন?

মানব পাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিভাষা ব্যবহারে সংবেদনশীলতা, ব্যক্তিগত পছন্দের প্রতি সম্মান এবং আইনি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতনতা থাকা জরুরি। পরিভাষা নিয়ে এই বিতর্ক আমাদের 'ট্রমা' বোঝা এবং মোকাবেলার ক্ষেত্রে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনগুলিকে প্রতিফলিত করে। যদিও সিটিআইপি খাতে ব্যবহৃত ভাষা গতিশীল এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল, মূল বিষয় হচ্ছে যারা সরাসরি আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রয়োজনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সাড়াপ্রদায়ী থাকা।

এই নির্দেশিকা আমাদের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত অমূল্য শিক্ষা দ্বারা বিনির্মিত হয়েছে এবং পাচারবিরোধী ব্যবস্থায় সারভাইভার নেতৃত্বাধীন পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান আহ্বানকে তুলে ধরতে এটি লক্ষ্যবদ্ধ। সারভাইভারদের সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততার জন্য টোকেনিজম এড়ানো এবং অর্থবহ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যেমনটি আধুনিক দাসবাদ বিলুপ্তকরণে বৈশ্বিক তহবিল (GFEMS) এর কর্মকাঠামোতে তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র ১: সম্পৃক্ততার সর্বপরিসরে বাস্তব অভিজ্ঞতার নেতৃত্বগুণ পরিমাপ এবং বৃদ্ধির জন্য GFEMS কাঠামো ও মূল্যায়ন।

মজবুত প্রমাণ ছাড়া, অগ্রাধিকারের দ্বন্দ্ব এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কাজের পদ্ধতি অবশ্যই এই দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করবে, যা CTIP ব্যবস্থায় সারভাইভারদের অর্থবহ সম্পৃক্ততার দিকে নিয়ে যেতে পারত (Chua and Tauson, 2022)। ইচ্ছাকৃত না হলেও, সদিচ্ছুক CTIP উদ্যোগগুলো সারভাইভারদের সাথে অর্থবহ সম্পৃক্ততার সুযোগ নষ্ট করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা সঠিকভাবে ভাগাভাগি করতে ব্যর্থ হতে পারে। অনির্বাণ-এর সাফল্য মানব পাচারবিরোধী প্রচেষ্টায় সারভাইভার গোষ্ঠীগুলোর অনন্য এবং অমূল্য অবদানের প্রমাণ দেয়, যার মধ্যে রয়েছে সুরক্ষা, সনাক্তকরণ, সুপারিশ, এবং পুনর্বাসন। এই নির্দেশিকাটি অনুশীলনকারীদের জন্য বাস্তবধর্মী কৌশল প্রদান করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে, যা সারভাইভার নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীগুলোকে কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

টোকেনিজম বলতে অন্তর্ভুক্তি বা প্রতিনিধিত্বের নামে প্রান্তিক বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর প্রতি কেবল প্রতীকী বা উপরিভাগে প্রচেষ্টা চালানোর চর্চাকে বোঝায়, যা প্রকৃতপক্ষে তাদের চাহিদাগুলি পূরণ করে না, বা সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য কোনো কার্যকর পরিবর্তন আনে না। মানব পাচারবিরোধী কাজের বেলায়, উদাহরণস্বরূপ, একজন বা কয়েকজন সারভাইভারকে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে পরিকল্পনার পর্যায়ে তাদের মতামত গ্রহণ করতে, পরিকল্পনা নকশার বাহ্যিক রূপ দেখে মনে হতে পারে তা সারভাইভার কেন্দ্রীক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সারভাইভারদের দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ভূক্ত করার কোনো প্রচেষ্টা বা সদিচ্ছা সেখানে থাকে না।

পাঠ প্রস্তাবনা:

C. Ash and S. Otiende. Meaningful Engagement of People with Lived Experience: A framework and assessment for increasing lived experience leadership across the spectrum of engagement. Global Fund to End Modern Slavery and National Survivor Network- Cast, Washington, DC (2023).

S. Lockyer. Beyond Inclusion: Survivor-Leader Voice in Anti-Human Trafficking Organizations, Journal of Human Trafficking (2020)

Cooke, B., & Kothari, U. (Eds.). Participation: The new tyranny?. Zed books (2001)

৩. সারভাইভার দলগুলোর কর্ম: তারা কী করে?

৩.১ যেকারণে সারভাইভার পরিচালিত প্রতিরোধ ও সচেতনতা প্রচারণা গুরুত্বপূর্ণ

পূর্ববর্তী গবেষণার মূল তথ্যসমূহের ভিত্তিতে১, প্রতিরোধ এবং সচেতনতার বার্তাগুলো অনেক সময় ঝামেলাজনক হতে পারে, কারণ অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট তথ্য সম্ভাব্য অভিবাসীদের মাঝে একটি ভ্রান্ত নিরাপত্তাবোধ তৈরি করতে পারে, যেহেতু এগুলো জ্ঞান দিলেও ঝুঁকিপূর্ণ অভিবাসনের বিকল্প রাস্তা দেয় না। সাধারণত এই সত্যটি এড়িয়ে যায় যে অভিবাসীরা প্রায়শই ঝুঁকিগুলোর ব্যাপারে জ্ঞাত থাকে কিন্তু তারপরও অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেয় ব্যাপক বিপদের সম্মুখীন হয়ে। (Pocock et al., 2021; Davy, 2021)। অনির্বাণ-এর মতো সারভাইভাররা সেই প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্যগুলো সম্পর্কে গভীর বোঝাপড়া রাখেন যেগুলো মানুষকে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিকে ঠেলে দেয়, যা পাচারের দিকে নিয়ে যায়। এনজিও থেকে প্রাপ্ত আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রায়শই অকার্যকর হয় কারণ অভিবাসন বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক এবং অপ্রচলিত চ্যানেলের মাধ্যমে ঘটে, যা আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের চেয়ে সহজলভ্য। তাছাড়া, বিচ্ছিন্নতা এবং লজ্জা এই দুর্বলতাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু সম্ভাব্য ভিকটিমদের "তাদের নিজেদের মতো" লোকদের থেকে পরামর্শ নেওয়ার এবং তাদের বিশ্বাস করার সম্ভাবনা বেশি—যারা একই রকম অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছে, যেমন পুরোনো সারভাইভাররা।

যদিও অনির্বাণ-এর মতো সারভাইভার দলগুলো সবসময় নিরাপদ অভিবাসনের পথ সরবরাহ করতে পারে না, তবে তাদের বাস্তব জীবনের গল্প এবং অভিজ্ঞতা সাধারণ এনজিওর বার্তার তুলনায় সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং বিপদ সংকেতের আভাষ অনেক বেশি কার্যকরভাবে তুলে ধরে। কেননা, ব্যক্তি বা সমাজ যারা অভিবাসনের মাধ্যমে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে চায়, পাচারের অভিজ্ঞতা থাকা ব্যক্তিদের পরামর্শ শোনার সম্ভাবনা তাদের বেশি। অনির্বাণ-এর কাজ থেকে প্রাপ্ত গভীর দৃষ্টি হতে কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে যেকারণে সারভাইভারদের নেতৃত্বাধীন প্রতিরোধ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি উদ্যোগগুলো সারভাইভার নয় এমন মানুষদের নেতৃত্বাধীন উদ্যোগের তুলনায় বেশি কার্যকর হতে পারে।

চারটি “পি” এর ফ্রেমওয়ার্ক

প্রিভেনশন (প্রতিরোধ), প্রোটেকশন (সুরক্ষা), প্রসিকিউশন (বিচার), এবং পার্টনারশিপ (অংশীদারিত্ব)। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, যা মানব পাচার পর্যবেক্ষণ ও মোকাবেলা করার জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির লক্ষ্য নির্ধারণ করে। এই ফ্রেমওয়ার্ক বা কর্মকাঠামোর অধীনে, প্রতিরোধের অর্থ হল মানব পাচার বন্ধ করার লক্ষ্যে গৃহীত কৌশল এবং পদক্ষেপগুলো। এর মধ্যে রয়েছে পাচারের মূল কারণ এবং দুর্বলতাগুলো যা পাচারে পর্যবসিত হয় তা মোকাবিলা করা, সম্ভাব্য ভুক্তভোগী এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রদান করা।

- **সারভাইভারদের নেতৃত্বাধীন বার্তা এবং সমাজে তা পৌঁছানো:** পাচারের শিকার সারভাইভারদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং স্বীয় সমাজের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। তারা সচেতনতা প্রচারণা করতে পারে যা সূক্ষ্ম, বাস্তবসম্মত এবং লক্ষ্যভিত্তিক। এছাড়াও, নিজ সমাজের সাথে তাদের গভীর সংযোগ তাদেরকে প্রতিদিনের পারস্পরিক যোগাযোগ এবং পরিধিগুলোকে কাজে লাগিয়ে জৈবিকভাবে প্রতিরোধ বার্তা ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করে।

- **প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপ এবং গোপনীয় তথ্য:** সারভাইভার দলগুলো পাচারের ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে পারে, যেমন যারা সঠিক নথিপত্র ছাড়াই অভিবাসনের পরিকল্পনা করছে। পরামর্শ এবং সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তারা প্রাথমিক পর্যায়েই হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং পাচারের পরিকল্পনা প্রতিরোধ করতে পারে। তাছাড়া, নিজ সমাজের প্রতি তাদের গভীর বোঝাপড়া তাদেরকে গোপনীয় তথ্যদাতা হিসেবে কাজ করতে আরও সক্ষম করে তোলে, যা ঝুঁকিপূর্ণ দলগুলোকে সম্ভাব্য পাচারকারী এবং দালালদের সম্পর্কে সতর্ক করতে সহায়ক হয়।

> **যখন আমরা দেখি কেউ বিদেশে কাজ করার জন্য সঠিক কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে, যা শেষ পর্যন্ত তাদের পাচারের শিকার এবং প্রতারণার শিকার হতে পারে, তখন আমরা তাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করি। আমরা তাদের উৎসাহিত করি যেন তারা সকল সঠিক কাগজপত্র প্রস্তুত করে বৈধ পথে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করে। কখনও কখনও বিষয়টি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন আমরা আমাদের অনির্বানের বড় ভাইদের কাছে সহায়তা চাই ।"**
>
> (নারী অনির্বাণ সদস্য ৩, যশোর)

- **সবচেয়ে দুর্বলদের কাছে পৌঁছানোতে গুরুত্বারোপ:** পাচারকারীরা প্রায়ই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সেইসাথে নারী, কিশোরী এবং দূরের এলাকার মানুষদের লক্ষ্য করে। সারভাইভার দলগুলো এই উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। তারা সামাজিক কুসংস্কার এবং তথ্যের অভাবের মতো চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে এই দলগুলোকে সচেতন এবং ক্ষমতায়িত করতে কাজ করে।

> **যেহেতু আমরা সীমান্ত এলাকায় থাকি, তাই লোকেরা সহজেই কাজের জন্য সীমান্ত পার হতে প্ররোচিত হয়। সম্প্রতি এক ভাই (অনির্বাণ সদস্য) এসে সমাজের লোকদের সাথে উঠোন বৈঠক করেছে যাতে তারা অবৈধ পাচারের ব্যাপারে সচেতন হয়। যেহেতু এটি একটি সীমান্ত এলাকা, আমরা সমাজকে সচেতন করার সর্বোত্তম চেষ্টা করি। তবুও, যদি কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা কিছু করতে পারি না।**
>
> (মহিলা অনির্বাণ সদস্য ২, যশোর)

- **তাড়নার গভীর বোঝাপড়া এবং লক্ষ্যভিত্তিক প্রচার:** দুরূহ জীবন ও সুযোগের অভাব বিষয়ে সকল সারভাইভারই একই বোঝাপড়া ধারণ করে, যা তাদের সমস্ত ঝুঁকি সত্ত্বেও অভিবাসিত হতে তাড়িত করে। এই সহানুভূতি তাদের বার্তাগুলোকে দুর্বল ব্যক্তিদের মনে পৌঁছে দিতে সক্ষম করে। তারা সেই মূল কারণগুলোকে মোকাবিলা করতে পারে যা মানুষকে পাচারের শিকার হতে বাধ্য করে, এবং বিকল্প সমাধান প্রদান করতে পারে।

- **পনীয় তথ্যদাতা:** সারভাইভার নেতারা নিজ সমাজে দালালদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। এলাকার সম্ভাব্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলো যেন পরিচিত দালালদের চিনে রাখে, এটি নিশ্চিত করার মাধ্যমে কিছু ক্ষেত্রে তারা প্রথম স্তরের প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করেন।

> **...তাই যুবকদের সাথে বৈঠক করি, একটি জায়গায় যুবকদের নিয়ে বৈঠক হয়, যেমন বিভিন্ন যুবকরা আসে। তাই আমরা সব দলগুলোকে ডাকি, এবং আমরা মানব পাচার, মানব পাচারের কারণ নিয়ে আলোচনা করি এবং আমরা তরুণদের মধ্যে কিছু সচেতনতা তৈরি করি, এবং আমরা তাদের সারভাইভারদের শনাক্ত করতে সহায়তা করি। আমরা তাদের পাচারকারী এবং কারা পাচারের ঝুঁকিতে আছে এবং বাল্য বিবাহের ব্যাপারে অবহিত করি। তাই, আমরা তাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে গুপ্তচরদের মতো।**
>
> (পুরুষ অনির্বান সদস্য ১, কক্সবাজার)

- **কুসংস্কার মোকাবেলা:** একে অপরের সাথে অভিজ্ঞতা শেয়ার করা পাচারের বিষয়ে কুসংস্কার ভেঙে দেয় এবং আক্রান্তদের সাহায্য চাইতে উৎসাহিত করে। অধিকাংশ রক্ষণশীল দেশ এবং অঞ্চলে, পাচার একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিষয় এবং এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত নয়। তাই সমাজের সদস্যদের মাঝে এই বিষয়টি উত্থাপন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। যদিও এটি অবশ্যম্ভাবীভাবে সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর (যেমন নারী এবং কিশোরী) কাছে পৌঁছতে প্রচলিত এনজিওগুলোকে হতাশ ও বিরত করে, এ ক্ষেত্রে সারভাইভার দলগুলো এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং তাদের প্রচেষ্টায় অবিচল থাকতে পারে।

> **যখন আমি সমাজে যুবতী মেয়েদের পরামর্শ দিতে যাই যারা অবৈধ পথে বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিছু মেয়েরা এবং কখনও কখনও তাদের পরিবার ভালোভাবে সাড়া দেয় না। কখনও কখনও তারা আমাকে ভেতরে ঢুকতে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলতে দেয় না।**
>
> (মহিলা অনির্বান সদস্য ২, যশোর)

৩.২ যেভাবে সারভাইভার নেতৃত্বাধীন উদ্দ্যোগগুলো সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে

যারা সারভাইভার দল গঠন করে এবং এতে অবদান রাখে, তারা সাধারণত যে সমাজে কাজ করে সেখানে সুপরিচিত হয়। প্রায়শই দেখা যায় যে দলের সদস্যরা স্থানীয় এলাকা থেকে আসে এবং সেখানে তাদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন থাকে। এখানে জোর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে অনির্বাণ-এর মতো সারভাইভার দলগুলো যে সংগঠিত করার কাজটি করে, তা তাদের নিজ সমাজের সাথে ভালোভাবে সম্পৃক্ত করে তোলে, এবং এটি তাদের সচেতনতা প্রচারের চেষ্টা এবং নেটওয়ার্ক তৈরির ফল যা তাদের সাথে সমাজের সম্পর্ককে গভীরে প্রোথিত করে।

যেভাবে সারভাইভার দলগুলো কার্যকরভাবে সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করতে পারে:

- **বিশ্বস্ত কণ্ঠ:** সারভাইভাররা প্রায়শই স্থানীয় পর্যায় থেকে আসে, যেখানে তাদের শক্তপোক্ত সামাজিক বন্ধন থাকে। এটি তাদেরকে বিশ্বস্ত তথ্যদাতায় পরিণত করে।

- **নন্দিন জীবনকে কাজে লাগানো:** সারভাইভার দলগুলো দৈনন্দিন কার্যক্রম (বাজারের মিটিং, চায়ের দোকানের আলোচনা, জনসাধারণের জমায়েত) কাজে লাগিয়ে সচেতনতা ছড়ায় এবং তাদের অভিজ্ঞতার গল্প করে। তারা পাচার ও শোষণের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দৈনন্দিন সামাজিক কার্যক্রমে প্রবেশের জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়।

> **আর একই ঘটনা ঘটে চায়ের দোকানে। চায়ের দোকান বাংলাদেশে ছোট-সংসদের মতো, এখানে সবাই সবকিছু বলতে পারে, সবাই সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে। এই চায়ের দোকান খুবই নেশাসক্তির মতো।**
>
> (পুরুষ অনির্বান সদস্য ২, কক্সবাজার)

- **সামাজিক জটিল সব স্তর বোঝা:** এটি অস্বীকার করা যায় না যে সারভাইভার দলগুলো তাদের সমাজের ব্যক্তিবর্গের জীবনকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণ করতে থাকা নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মাত্রাগুলো সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং অন্তর্নিহিত বোঝাপড়া রাখেন। এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে সারভাইভার দল সমাজের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীগুলোর উদ্দেশ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচারণা চালায়, যাদের পাচারের ঝুঁকিতে থাকা মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

> **ক আছে, তাই আমরা প্রথমে দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করি, কারণ কিছু পরিবারে বাবা বা মা থাকে না .....তাদের পাচারের অনেক ঝুঁকি রয়েছে, যেমন তাদের মা তাদের শিক্ষার খরচ বহন করতে পারে না যখন তারা নবম এবং দশম শ্রেণিতে পড়ে। সেই সময়, তাদের অনেক ঝুঁকি থাকে কারণ তারা বিদেশে যেতে চায়, এবং তারা দেশের ভেতরে বা অন্য কোথাও কিছু কাজ করতে চায়। সেই সময়, পাচারকারীরা সেই পরিস্থিতির সুযোগ নেয়, এবং তারা সেই তরুণদের পাচার করে। তাই, আমরা তাদের শনাক্ত করেছি এবং তাদের পরামর্শ দিয়েছি।**
>
> (পুরুষ অনির্বান সদস্য ২, কক্সবাজার)

৩.৩ যেভাবে সারভাইভাররা টিআইপি শনাক্তকরণ ও সুপারিশে সাহায্য করে

আমরা আমাদের পূর্বের একটি প্রবন্ধে (Tauson et al., 2023) উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশের সারভাইভাররা প্রায়ই নিজেদের উদ্যোগে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়, কারণ তাদের পাচারকারীরা বা নিয়োগকর্তারা তাদের ফেরত পাঠায়, অথবা কর্তৃপক্ষ তাদের উদ্ধার করে এবং/বা বহিষ্কার করে, পরিবারের সাথে বা কোনো আনুষ্ঠানিক সেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ না দিয়েই। এই অবস্থায় তারা তাদের অধিকার ও প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতন নাও হতে পারে। কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সহায়তা পাওয়া যাবে, সেটাও তাদের হয়ত অজানা।

এর মানে হলো এই সারভাইভারদের পুনর্বাসন সহায়তা এবং সেবা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে পরিবারের এবং সমাজের পক্ষ থেকে তাদের গ্রহণ করা হবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ এটি এলাকা অনুযায়ী ভিন্ন হয় এবং এর পেছনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ কাজ করে (Kasper and Chiang, 2020)। আরও রক্ষণশীল দেশ ও অঞ্চলে বিশেষ করে নারী সারভাইভাররা পরিবারের এবং সমাজের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। যদিও তারা কোনোভাবে ফিরে আসতে পারে, তাদের প্রায়ই ঘরের ভেতরে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে পরিবারে "কলঙ্ক" হিসেবে কেউ তাকে না চেনে। বৈশ্বিকভাবে মানব পাচারের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে না পারায় এর প্রকৃত বিস্তারের তথ্য নির্ধারণ করা কঠিন। কত সহস্র সারভাইভার অচিহ্নিত থেকে যায় তার কোনো সুনির্দিষ্ট সংখ্যা দেওয়া প্রায় অসম্ভব (DiRienzo, 2020; Cho, 2015; Crane, 2013; Aronowtiz, 2009), তর্কসাপেক্ষে ভুক্তভোগী শনাক্তকরণই বিশ্বজুড়ে সিটিআইপি প্রকল্প ও অনুশীলনকারীদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটুকু পর্যন্ত আসতেও, অর্থাৎ, স্ক্রিনিং ব্যবস্থা এবং ভুক্তভোগী সনাক্তকরণ নির্দেশিকা তৈরি ও উন্নয়নেই সরকারী এবং বেসরকারী নানান সত্ত্বার প্রচুর প্রচেষ্টা এবং সম্পদ ব্যয় হয়েছে ।

নিম্নোক্ত উপায়ে সারভাইভার দল এবং সমাজে তাদের সাংগঠনিক ভূমিকা সনাক্তকরণ ও সহায়তার ক্ষেত্রে কারো কার্যকর হতে পারে:

- **পাচারের পর প্রত্যাবর্তনকে যাচাই করে**: সারভাইভাররা প্রায়ই তাদের অজ্ঞাতেই, বা পরিবার বা সহায়তা পরিষেবাগুলোর সাথে যোগাযোগ করার কোনোরকম সুযোগ ছাড়াই প্রত্যাবর্তিত হয়। এর ফলে তারা তাদের অধিকার বা প্রয়োজনীয় পুনর্বাসন সহায়তা কীভাবে পেতে হবে তা জানতে পারে না। রক্ষণশীল এলাকাগুলোতে ফিরে আসা সারভাইভাররা (বিশেষত নারীরা) তাদের পরিবার এবং সমাজের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে এবং কলুসতার সম্মুখীন হতে পারে, কেউ তাদের সহায়তা করে না এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সারভাইভার দলের সাংগঠনিক কাজ তাদের সমাজের সাথে গভীরভাবে যুক্ত করে, যা কাজে লাগিয়ে তারা নিজ জেলার অন্য সারভাইভারদের সংশ্লিষ্ট পরিষেবাগুলোতে (আইনী, মনস্তাত্ত্বিক, আশ্রয়, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদি) সুযোগ করে দিতে পারে। সমাজের সাথে তাদের গভীর সংযুক্তির কারণে সারভাইভার দলগুলো পাচার থেকে ফিরে আসার পর ব্যক্তিদের তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করতেও সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অনির্বাণ সারভাইভারদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ করে পরিবারগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে,

> **ঠিক আছে, আমরা হোটেল মালিকদের সাথে বৈঠক করি এবং আমরা তাদের বলি, যখন আপনার হোটেল এবং মোটেলে কর্মীর প্রয়োজন হয়। দয়া করে আমাদের জানান [কারণ] আমাদের কাছে সারভাইভার রয়েছে, তাদের কিছু চাকরির প্রয়োজন, তাই আপনি যদি তাদের কিছু চাকরির সুযোগ দিতে পারেন তাহলে তাদের জন্য উপকারী হবে এবং তারা সেই বৈঠকে সেই কাজটি করে।**
>
> (পুরুষ অনির্বান সদস্য ২, কক্সবাজার)

- **সমাজের কাছে পৌঁছানো:** সারভাইভার দলগুলো স্থানীয় স্তরে যেভাবে সহায়তা প্রদান করতে বড় বড় সংস্থাগুলোর দ্বারা তা সম্ভব নয়। সামাজিক বৈঠক এবং সচেতনতা প্রচারণার মাধ্যমে তারা সারভাইভারদের জন্য একটি নিরাপদ স্থান তৈরি করে, যাতে তারা কুসংস্কারের গ্রাস থেকে বের হয়ে আত্মপরিচয় দিতে পারে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভুক্তভোগীরা সাধারণত সামাজিক বৈঠকে তাদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান না, বরং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য চাইতে পছন্দ করেন। নিচের উদ্ধৃতিতে এর উদাহরণ দেয়া হয়েছে। আরও কিছু ব্যক্তি আছেন, যারা ফিরে এসেছেন, তারা হয়তো তাদের কষ্টকে "পাচার" হিসেবে শনাক্ত করতে পারছেন না এবং জানেন না যে তারা সহায়তার অধিকারী। তাই সারভাইভার নেতৃত্বাধীন দলগুলো ফিরে আসা সারভাইভারদের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও সহায়তায় প্রবেশাধিকারকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন সামাজিক এবং পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাগুলোর মোকাবেলায় আদর্শ হিসেবে কাজ করে।

> **.....প্রথমবারের মতো আমরা বৈঠকে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করি, যদি এমন কেউ থাকে যে বিদেশে নির্যাতিত হয়েছিল এবং এখন একজন সারভাইভার, দয়া করে আমাদের জানান। আমরা তাদের আইনি সহায়তা এবং চাকরি সহায়তার জন্য তাদের পুনর্গঠনে সহায়তা করব। বৈঠকের সময়, কেউ তাদের সম্পর্কে কিছু বলে না, কিন্তু আমি সেই সামাজিক বৈঠক সেশনটি শেষ করার পরে, কখনও কখনও লোকেরা মহিলা অনির্বাণের কাছে বাইরে এসে তাদের গল্পগুলি শেয়ার করে।**
>
> (পুরুষ অনির্বান সদস্য ১, কক্সবাজার)

- **বিশ্বাস:** সারভাইভাররা সহায়তা চাইতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগেন, যা প্রায়ই পাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফেরার তাড়না দ্বারা চালিত হয়, যা মূলত শনাক্তকরণে একটি বড় বাধা। তারা স্ক্রিনিং ব্যবস্থার বাইরে থেকে যান, যা তাদের প্রথম দফায় শোষণের পর আবারও পাচারের ঝুঁকিতে রেখে দেয়, এবং দিনশেষে তা পাচার-পরবর্তী ট্রমা এবং ঋণগ্রস্ততার কারণে আরও ভয়াবহ অবস্থায় রূপ নেয়। সারভাইভার দল, যারা তাদের অনুজ সারভাইভারদের সংগ্রামের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত- সহায়তা এবং সেবার সাথে ভুক্তভোগীদের সংযুক্ত করতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সাংগঠনিক কাজের মাধ্যমে গড়ে ওঠা শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন সারভাইভারদের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে, যাতে করে তারা কুসংস্কারের ভয় কাটিয়ে উঠে সহায়তা চাইতে পারে। এই বিশ্বাসযোগ্য নেটওয়ার্কগুলোকে কাজে লাগিয়ে সারভাইভার দলগুলো কার্যকরভাবে ভুক্তভোগীদের চিহ্নিত করতে এবং রেফার করতে পারে, নিশ্চিত করতে পারে তারা যেন প্রয়োজনীয় সহায়তাটুকু পায়।

৩.৪ যেভাবে সারভাইভাররা পুনর্বাসন ও তৎপরবর্তী পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে

পুনর্বাসন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া, এটি উত্থান-পতনে ভরা এবং এতে প্রেক্ষাপট, সম্পর্ক, ব্যক্তিগত চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গীর গভীর বোঝাপড়া প্রয়োজন। একে সময়ের সাথে ক্রমাগতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান প্রয়োজন, যা এনজিওগুলোর জন্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা কষ্টসাধ্য হতে পারে। সারভাইভার দলগুলো এই জটিল যাত্রা সহজ করতে প্রয়োজনীয় অব্যাহত সহায়তা এবং বোঝাপড়া প্রদান করে সফল পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিরা যারা ট্রমা অভিজ্ঞতা করেছে, যারা প্রথম থেকেই ঝুঁকির মধ্যে ছিল, পাচারের পর তারা আরও বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। "নিরবিচ্ছিন্ন পুনর্বাসন" প্রত্যাশা করা অবাস্তব। তাই সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়াটি আরও জটিল হয়ে ওঠে, তখন তাদের ট্রমা এবং দুর্বলতাকে মোকাবিলা করার পাশাপাশি তাদের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য একটি সূক্ষ্ম পন্থার প্রয়োজন হয়। এই প্রেক্ষাপটে, সারভাইভার দলগুলো ঝুঁকি কমানো এবং প্রকৃত পুনর্বাসনকে গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ যত্ন এবং সদা চলমান সহায়তা প্রদান করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

- **বাস্তব অভিজ্ঞতা:** সারভাইভাররা তাদের সহায়তাকৃত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া বাধাগুলো সম্পর্কে অসাধারণ বোঝাপড়া রাখেন। এই গভীর সহানুভূতি, সমাজের সাথে তাদের গভীর সংযুক্তির সাথে মিলিত হয়ে তাদের এমনভাবে বিশেষায়িত সহায়তা প্রদানে সক্ষম করে যা প্রথাগত এনজিওগুলো প্রায়ই সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়।

- **পরামর্শ এবং চাহিদা মূল্যায়ন:** আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন সেবা প্রদান করে, তবে প্রায়ই তারা সারভাইভারদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, যা তাদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং সমাজে পুনরায় প্রবেশের প্রস্তুতিতে বাধা সৃষ্টি করে (Limanowska, 2007; Surtees, 2013; Dutta, 2016)। যদিও গোষ্ঠীভিত্তিক সেবার দিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনটি ঘটছে, এগুলো এখনও অপর্যাপ্তভাবে অর্থায়িত এবং CTIP ব্যবস্থায় কম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় (Tsai et al., 2020)। প্রকৃতপক্ষে, এনজিওগুলো গ্রামগুলোতে যাতায়াত করা এবং সারভাইভারদের সেবা প্রদান করা ব্যয়বহুল এবং সময়সাপেক্ষ মনে করে। সারভাইভার দল, যারা বছরের পর বছর ধরে সাংগঠনিক উপায়ে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, তারা একটি সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে। তারা নিয়মিতভাবে সারভাইভারদের পরিদর্শন, তাদের চাহিদা মূল্যায়ন এবং স্থানীয় এনজিওগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে উত্তমরূপে প্রস্তুত, যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং গোষ্ঠীভিত্তিক সেবার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

মনে রাখার বিষয়:

সারভাইভারদের বিশ্বাস করে তাদের অনুজ সারভাইভাররা, তারা একই ভাষায় কথা বলে, স্থানীয় বাস্তবতা বুঝতে পারে এবং তাদের নিজস্ব মানব পাচারের অভিজ্ঞতার কারণে গভীরভাবে সহানুভূতিশীল হতে পারে। তবে, তারা প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতা নয়, মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদানে পেশাদার দক্ষতা তাদের নেই এবং তারা প্রচলিত MEL এর শর্তাবলী ও পরিভাষার সাথে পরিচিত নয়। তাদের নিজেদেরও কিছু পক্ষপাত এবং সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। এনজিওগুলো থেকে প্রায়োগিক সহায়তা পাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এসমস্ত এলাকায় সারভাইভার গ্রুপগুলোর শক্তি কল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিপূরক শক্তিগুলো বোঝার এবং কাজে লাগানোর মাধ্যমে এনজিও এবং সারভাইভার দলগুলো আরও কার্যকরভাবে সহযোগিতা করতে সক্ষম হবে, যা সুপ্রত্যাশা ও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করবে।

৩.৫ অধিকারের পক্ষে কণ্ঠস্বর ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে সারভাইভাররা

সারভাইভাররা কীভাবে এবং কেন মানব পাচার ঘটে, বর্তমান প্রচেষ্টায় কী কার্যকরী নয় এবং কী কী আরও কার্যকরভাবে করা যেতে পারে সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বিতরণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাদের কণ্ঠ অত্যন্ত মূল্যবান কারণ এটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত। নীতিনির্ধারণী আলোচনায় সারভাইভারদের উপস্থিতি শুধুমাত্র গভীর প্রভাবই ফেলে না, বরং তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে নীতিনির্ধারকদের বাধ্য করে, যার ফলে এমন নীতি প্রণয়ন সম্ভব হয় যার বাস্তবে পরিবর্তন আনার সম্ভাবনা বেশি।

- **হস্তক্ষেপ জাতীয় পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞ:** জীবিতদের দলগুলো প্রকল্পের নকশা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাদেরকে এসব কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু এনজিও প্রচেষ্টার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে না, বরং সারভাইভারদের M&E, গবেষণা এবং নথিকরণে মূল্যবান দক্ষতা অর্জনেও সহায়তা করে, যা তাদের নিজস্ব দলগুলোর প্রবৃদ্ধি এবং শক্তিশালীকরণে সহায়ক। স্থানীয় প্রেক্ষাপট, উদীয়মান সামাজিক প্রবণতা এবং গোষ্ঠীর জটিল কাঠামো সম্পর্কে তাদের গভীর বোঝাপড়া, বিশেষ করে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের মতো জটিল পরিবেশে - প্রকল্পের কার্যকর নকশা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **ন্যায়বিচারের পক্ষে কণ্ঠস্বর:** সারভাইভাররা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণে একে অপরকে সমর্থন করে, এখানে সারভাইভার দলগুলো এই বিচারিক প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে আইন প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিশেষ করে যখন পাচারকারীরা প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে জড়িত থাকে। অনির্বাণ-এর মতো দলগুলো সারভাইভারদের অধিকার এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করে, প্রায়শই এমন ঝুঁকি নিয়ে যেগুলো এনজিওগুলো নিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। এই দৃশ্যকাঠামো সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন: যদি সারভাইভার দলগুলো এমন সব জায়গায় যেতে পারে যেখানে এনজিওরা যেতে পারে না, তাহলে এটি তাদের বিপজ্জনক অবস্থানে ফেলতে পারে। এনজিওগুলোর জন্য এই দলগুলোকে সমর্থন এবং রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে তাদের সচেতন করা এবং প্রয়োজনে সাহায্য করা আবশ্যক। তবেএনজিওগুলোর অবশ্যই সারভাইভার দলগুলোর ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্তকে সম্মান করতে হবে, এবং নিশ্চিত করতে হবে "সুরক্ষা"র নামে যেন তাদের সার্বভৌমত্বকে দমন করা না হয়।

- **নীতিমালা পরিবর্তনের কণ্ঠস্বর:** সারভাইভার দলগুলো প্রায়ই সমাজে পরিবর্তন আনা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি দৃঢ় প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়। নীতিমালা সংক্রান্ত কার্যক্রমে তাদের সম্পৃক্ততা শুধুমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনগুলোর কথা তুলে ধরতে সহায়তা করে না, বরং তাদের কণ্ঠস্বর মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছে এবং তারা পার্থক্য আনতে সক্ষম— এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে দলটিকে শক্তিশালী করে। এই সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদেরকে ক্ষমতায়িত করে এবং তাদের প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেয়, যা তাদের নিজস্ব উদ্যোগ এবং সম্মিলিত শক্তির চেতনা বাড়িয়ে তোলে।

৪. একটি সারভাইভার দলের প্রতিষ্ঠা: সংগঠনের বাস্তবতা

এখন পর্যন্ত, আমরা সিটিআইপি (মানব পাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকার) ক্ষেত্রে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের দলগুলোর অনন্য ভূমিকা উপস্থাপন করেছি। আমরা আরও জোর দিচ্ছি যে এই ফাংশনগুলোর অনেকগুলোই অপরিবর্তনীয়, কারণ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ব্যক্তিরাই সেই বিশেষজ্ঞতা ও জ্ঞান ধারণ করেন যা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আসে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলোতে যেখানে সরকার ও এনজিও উভয়ের মাধ্যমেই বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সমর্থন ও সেবা সহজলভ্য, বাংলাদেশের বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা অত্যন্ত প্রান্তিক একটি গোষ্ঠী হিসেবে রয়েছে, যাদের পুনঃএকত্রীকরণ সমর্থনে প্রবেশাধিকারের প্রায় অনুপস্থিতি। এই কারণে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের দল স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হওয়া বিরল। আসলে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিকাংশ দেশে একই ধরনের পরিস্থিতি বিরাজমান, যেখানে এশিয়ার বিদ্যমান সিটিআইপি প্রোগ্রামের বেশিরভাগ বাস্তবায়িত হয়।

ক্যাসপার এবং চিয়াং (2024) এর গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্ষমতাপরম্পরা, অনানুষ্ঠানিকতা এবং পৃষ্ঠপোষক-গ্রাহক সম্পর্ক বাংলাদেশী রাষ্ট্র ও সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এই কারণে সমাজের প্রান্তিক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলো কাজ সম্পন্ন করতে ক্ষমতা এবং মর্যাদার অবস্থানে থাকা ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে । বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে সারভাইভার দল গঠনে কোনো না কোনো ধরনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত আসা সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপর থেকে নিচে আসা হস্তক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমান অংশীদারিত্বের সম্পর্ক তৈরি করা, যা প্রচলিত এবং অত্যন্ত সমস্যাযুক্ত দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের পরিবর্তে কাজ করবে (Chua and Tauson, 2023)। চূড়ান্তরূপে, উপর থেকে আসা সমর্থন সারভাইভারদের নেতৃত্ব এবং সংগঠিত হওয়ার জন্য দলগুলোর অর্ধ-স্বতঃস্ফূর্ত গঠনের একটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সারভাইভার দলগুলোর একটি স্পষ্ট সামগ্রিক উদ্দেশ্য প্রয়োজন, যা দলের সদস্যদের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং সম্মত হযবে। অনির্বাণ-এর একজন সদস্য যেমনটি বর্ণনা করেছেন,

> **“এটি আসলে একজন ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার বিষয়, তাকে টেনে তুলে দাঁড় করানোর বিষয় নয়। আমাদের প্রয়োজন এনজিওগুলোর আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটা।”**

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এনজিও এবং দাতাদের বুঝতে হবে যে সারভাইভার দল গঠন করা তাদের কাজ নয়, বরং যারা দল গঠন করার ইচ্ছা রাখে এদের সহায়তা করা তাদের দায়িত্ব। বাংলাদেশে অনির্বাণ-এর সাথে আমাদের সময় কাটানোর ভিত্তিতে আমরা এখানে তিনটি প্রধান দিক তুলে ধরেছি যা সারভাইভার দলগুলোর সাথে কাজ করতে এবং তাদের সমর্থন করতে ইচ্ছুক সংস্থাগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: ১) উদ্দেশ্য, ২) উপর থেকে নিচে আসা কর্মনির্দেশ বনাম স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন এবং ৩) স্থায়িত্ব।

৪.১ উদ্দেশ্য: এখান থেকেই সবকিছুর সূচনা

একটি দল গঠন করার সময় এর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যগুলয় প্রথম থেকেই স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা জরুরি। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে সংশ্লিষ্ট সবাই দলের যেন উদ্দেশ্যটি বুঝতে পারে এবং তাদের প্রচেষ্টাকে সেই অনুযায়ী সমন্বিত করতে পারে। একটি দলের উদ্দেশ্য তার কাঠামো, আন্তঃসম্পর্ক এবং এটি কোন ধরনের সদস্যদের আকর্ষণ করবে সেগুলোর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। এখানে কিছু বিবেচনার বিষয় রয়েছে:

- উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গঠন নিশ্চিত করা: শুধুমাত্র দল গঠনের জন্য সারভাইভার দল গঠন করবেন না। প্রেরণা ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য একটি দৃঢ় উদ্দেশ্য থাকা অপরিহার্য। যদি দলটি সম্পূর্ণরূপে উপর থেকে পরিচালিত হয়, এটি কার্যকর হবে না। অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠনের কিছু সমর্থন ও নির্দেশনার প্রয়োজন হতে পারে। মূল বিষয়টি হল কাঠামোবদ্ধ সমর্থন এবং সার্বভৌম পরিচালনার মধ্যে সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া।

> **“এটি আসলে একজন ব্যক্তিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করার বিষয়, তাকে টেনে তুলে দাঁড় করানোর বিষয় নয়। আমাদের প্রয়োজন এনজিওগুলোর আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটা।”**

- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনায় সহায়তা করা:কর্মশালা আয়োজন করুন যেখানে সারভাইভাররা তাদের সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন। দলগুলোকে সহায়তা করবেন অনুশীলনকারীরা, যাতে তারা সবচেয়ে জরুরি সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দেন এবং কীভাবে তাদের দল সেই বাধাগুলো মোকাবিলা করতে পারে তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট, অর্জনযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেন।

- শক্তিশালীকরণ: লক্ষ্য করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন যে দলটির লক্ষ্য অর্জনে কী ধরনের দক্ষতা বা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে। তাদের বিদ্যমান প্রশিক্ষণের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাব দিন বা সমন্বিতভাবে শক্তি বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রণালী প্রস্তুত করুন।

নানা ধরণের দল

স্ব-সাহায্য ও সহায়তা দল: এই দলগুলো মূলত ব্যক্তিগত বাধা মোকাবেলায় ব্যক্তিদের আবেগগত সমর্থন, সম্পদ এবং অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করার জন্য গঠিত হয়। এগুলো প্রায়ই পারস্পরিক সহায়তা এবং ব্যক্তিগত বিকাশ কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। সদস্যরা সহায়তা এবং সমর্থনের আশায় যোগ দেয়, এবং যখন তারা সুস্থ হয়ে ওঠে, তখন তারা দল ছেড়ে এগিয়ে যায়। এর ফলে একটি গতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে প্রয়োজনমতো দলটি নিয়মিত নতুন সদস্যদের স্বাগত জানায়, ফলে দলের সদস্যপদ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে।

ক্ষমতা সৃষ্টিকারী দল: এই দলগুলোর লক্ষ্য হলো বৃহত্তর সামাজিক বা কাঠামোগত পরিবর্তন সৃষ্টি করা। তারা সোচ্চার কণ্ঠে সাংগঠনিক, নীতিনির্ধারণী এবং সামাজিক কাঠামোগুলোতে প্রভাব বিস্তারের উপর মনোযোগ দেয়। এ ধরনের দলগুলোতে নতুন সদস্য (যাদের উল্লেখযোগ্য সহায়তার প্রয়োজন) আনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার কম থাকতে পারে, কারণ তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কৌশলগত পদক্ষেপ এবং সামষ্টিক ক্ষমতা গড়ে তোলা। অবশ্য তারা প্রয়োজনমতো সহায়তাকামী ব্যক্তিদের উপযুক্ত পরিষেবার জন্য সুপারিশ করে দিতে পারে।

হাইব্রিড দল: অনির্বাণ-এর মতএই ধরনের দলগুলো সহায়তা এবং সিস্টেমেটিক পরিবর্তন-উভয় উপাদানের সংমিশ্রন ঘটায়। তারা সদস্যদের পারস্পরিক সহায়তা এবং সমর্থন প্রদান করে, পাশাপাশি বৃহত্তর প্রচারাভিযান এবং সক্রিয় আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকে। একইসাথে সহায়তা এবং সক্রিয়তার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন হতে পারে, তবে এটি দলকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ দেয়। সদস্যরা সহায়তা পাওয়ার জন্য এবং দলের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে তাদের অঙ্গীকারের দ্বারা দলের সাথে জড়িত থাকতে পারেন।

৪.২ স্বাধীন সংগঠনে বাধাগুলো:

ট্রমা অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়া: বাড়িতে ফিরে আসার পর অনেক সারভাইভারই কেবল তাদের জীবন সামনে এগিয়ে নিতে, এবং তাদের পরিবার ও সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে চান। লাভজনক কর্মসংস্থান প্রায় সবসময়ই একটি তাৎক্ষণিক লক্ষ্য, যাতে তারা তাদের পরিবারের জীবিকা নির্বাহে অবদান রাখতে পারেন। এই কারণে অনেক ব্যক্তির কাছেই একটি সারভাইভার দলের অংশ হওয়া তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার নয়। কারণ এটি একটি সময়, সম্পদ এবং আবেগচালিত অংশগ্রহন। সিটিআইপি অনুশীলনকারীদের জন্য এই বাস্তবতা বোঝা এবং সারভাইভারদের পাশে থাকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে অবিলম্বে সারভাইভারদের পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং তাদের সেরে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে।

আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা: প্রাথমিক স্তরের পরে শিক্ষার অনুপস্থিতি দক্ষতা অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, যা বিশেষ করে সারভাইভার দলগুলো সংগঠিত ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয়। সচারচর 'দাপ্তরিক' কার্যকলাপ যেমন অনুদানের প্রস্তাবনা লেখা এবং বড় দাতা সংস্থার জন্য আনুষ্ঠানিক বিবরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। বুঝতে হবে যে সারভাইভার দলগুলো প্রচলিত এনজিও বা সিটিআইপি প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশীদারদের মতো কাজ করে না। সারভাইভার দলফগুলো তাদের সংগঠিত ও সংহত করার দক্ষতা দ্বারা পরিচালিত, যা সিটিআইপি খাতে সাধারণত উপলব্ধ এবং মূল্যায়িত হয় না। ১ সারভাইভার দলগুলোর সঙ্গে কার্যকরভাবে অংশীদারিত্ব স্থাপন করতে চাওয়া অনুশীলনকারীগণ এবং প্রকল্পগুলোরর উচিত আরও নমনীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা, বিশেষ করে তহবিল এবং বিবরণলিপি জাতীয় আনুষ্ঠানিক আমলাতান্ত্রিক দরকারগুলোর ক্ষেত্রে। এই ধরনের অংশীদারিত্ব কার্যকরী করতে সিটিআইপি প্রকল্প এবং অনুশীলনকারীকে মৌলিকভাবে সারভাইভাররা যেখানে আছেন সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে, এর উল্টোটা নয়।

সমাজকর্মে অবস্থানগততা এমন একটি ধারণা যেটি একজন ব্যক্তির সামাজিক পরিচয় ও পটভূমিযেমন জাতি, লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অন্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানব্যক্তির পেশাগত জীবনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তঃযোগাযোগকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করে। এই ধারণাটি সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকপাল এবং প্রভাবশালী বিশেষজ্ঞ, যেমন লিন্ডা টুহাইওয়াই স্মিথ, ডোনা হ্যারাওয়ে এবং পাউলো ফ্রেইরে গভীরভাবে গবেষণা করেছেন এবং প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব সূক্ষ্ম বোঝাপড়া হাজির করেছেন।

সামাজিক অসমতা: সমাজের মধ্যে ক্ষমতার অসমতা থাকলে তা উচ্চ শিক্ষিত গোষ্ঠী বা সামাজিক উচ্চপদধারীদের দ্বারা আধিপত্য সৃষ্টির কারণ হয়, যা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক কণ্ঠগুলোকে স্তব্ধ করে দিতে পারে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ক্ষমতার এই বিদ্যমান বৈষম্য কখনও কখনও সিটিআইপি অনুশীলনকারী ও সংস্থাগুলোর জন্য দুর্ভেদ্য হতে পারে, বিশেষ করে যারা সারভাইভার দলগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও সমর্থনের বিষয়ে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আসে। বাস্তবত আমরা যে সম্পর্কগুলো তৈরি করি এবং যেভাবে সেগুলোকে বড় করে তুলি, সেগুলো প্রায়শই অদৃশ্য ক্ষমতা কাঠামো এবং সামাজিক জটিল সব সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তাই সিটিআইপি অনুশীলনকারীদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে তারা তাদের পটভূমি এবং অবস্থানগততা বিষয়ে সূক্ষ বিচার করবে, এবং তাদের ও তাদের সাহায্যপ্রাপ্যদের (যেমন সারভাইভার ও সারভাইভার দল) ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতার বিষয়ে সচেতন থাকবে। পরিশেষে, সারভাইভার দলগুলোকে সহায়তা করার জন্য অনুশীলনকারীদের নিজেদের অবস্থান এবং ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে ও ভাগাভাগি করে নিতে ইচ্ছুক হওয়া আবশ্যক।

সারভাইভার দলগুলো কীভাবে এই কাজ করে থাকে তার বিস্তারিত জানতে ক্যাসপার রচিত nature of survivor organizing **দেখুন (ভবিষ্যতে প্রকাশিত হবে)।**

অভ্যন্তরীণ প্রান্তিকীকরণ: আমাদের গবেষণা জুড়ে আমরা দেখেছি সারভাইভার নেতারা প্রায়ই একটি সংগঠন পরিচালনার জন্য নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, শিক্ষা এবং দক্ষতার অভাব উল্লেখ করেছেন। আমরা বিশ্বাস করি এটি আরো গভীরতর একটি সমস্যার থেকে উদ্ভূত: যা সমাজ সৃষ্ট একটি বিচ্ছিন্নতা এবং প্রান্তিকতার বোধ। সারভাইভাররা প্রায়শই জীবনের সকল পর্যায় জুড়ে অযোগ্য এবং অকর্মণ্য হিসেবে বিবেচিত হবার বার্তা পেয়ে থাকেন।

বৈষম্য এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা: এই প্রান্তিকীকরণ সমাজের সামাজিক শ্রেণী, শিক্ষার স্তর, জাতিগত ভিন্নতা এবং লিঙ্গের মতো উপাদানের ভিত্তিতে সারভাইভারদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক মনোভাবের সাথে জড়িত থাকতে পারে। এই বৈষম্যগুলো এমন একটি কঠিন পরিবেশ তৈরি করে যা সারভাইভারদের নেতৃত্বে সংস্থা গঠন করা এবং তাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে। সহজ কথায়, সারভাইভাররা তাদের কণ্ঠ শোনা বা দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়াতে অভ্যস্ত নন, অর্থাৎ তাদের আত্মবিশ্বাসহীনতা তাদের নেতৃত্বদানের গুণাবলীকে বিকশিত হতে দেয় না।

সারভাইভারদের সংগঠিত করার পথে সিস্টেমেটিক বাধা: পূর্ববর্তী বিষয়গুলো একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে; এগুলো সেই স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিদ্যমান যা মানুষকে প্রান্তিক করে, তাদেরকে পাচারের অনুকূলে আরও দুর্বল অবস্থায় ফেলে এবং পরবর্তীতে তাদের সুস্থ ও সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত করে। সারভাইভারদের নেতৃত্ব—এবং আরও বেশি সংগঠিত সারভাইভার নেতাদের গ্রুপ—সেই একই সিস্টেম দ্বারা বাধাগ্রস্থ ও চূর্ণবিচূর্ণ হতে থাকেন যে সিস্টেম শুরুতেই তাদের ভঙ্গুর দশার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সারভাইভাররা কেবল পাচারের পর সুস্থ সুন্দর জীবনই নয়, বরং পাচার যাতে অন্যদের সাথে না ঘটে তা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার উপায় খুঁজতে চাইলে তারা একটি কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়, বিশেষ করে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে। যখন নেতৃত্বের সেই স্ফুলিঙ্গটি উদ্ভাসিত হয়, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি এবং মূল্যায়ন করার মাধ্যমেই সিটিআইপি অনুশীলনকারীরা এগিয়ে এসে সহযোগিতা করতে পারে, ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে পারে, এবং এমন পরিবেশ তৈরি করতে সহায়তা করতে পারে যেখানে সারভাইভারদের নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারবে এবং সমন্বিত পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নতিসাধন হতে পারবে।

মনে রাখা প্রয়োজন:

সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক পটভূমি নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিই মানব পাচারের শিকার হতে পারেন। সাম্প্রতিককালে, সারা বিশ্ব জুড়ে বুদ্ধিভিত্তিক পেশাজীবীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাইবার প্রতারণা কার্যক্রমের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে, যাদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী এবং একাধিক ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে সচেতন থাকা গুরুত্বপূর্ণ যে, সারভাইভাররাচাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এবং তাদের একক সত্তা হিসেবে দেখা উচিত নয়।

৪.৩ যেভাবে এনজিওগুলো সারভাইভার দলের প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে যেখানে অনেক স্বতঃসৃষ্ট সারভাইভার দল রয়েছে ২, সেখানে বাংলাদেশের চিত্র ঠিক বিপরীত। স্বাধীনভাবে দল গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক সেবা এখানে এখনও অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পরিবারের জন্য প্রাথমিক স্তরের পর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে।

২ **জাতীয় সারভাইভার নেটওয়ার্ক** https://nationalsurvivornetwork.org/about/consultant-speakers-bureau/ **এবং সারভাইভার ঐক্য** https://www.survivoralliance.org/vision-mission **দুইটি চমৎকার উদাহরণ।**

ফলস্বরূপ, যারা সবচেয়ে বেশি পাচারের ঝুঁকিতে থাকে, তাদের অনেকেরই হয়ত স্বতন্ত্রভাবে একটি দল গঠন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় (ও সমাজে আকাঙ্খিত) কিছু দক্ষতার অভাব থাকতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে প্রারম্ভিক কিছু বহিঃসহায়তা প্রায়শই প্রয়োজন হয়।

সক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্মানের সহিত: সবচেয়ে কার্যকর এনজিও সহায়তা একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে চলে। সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ প্রদান করা অপরিহার্য, তবে একইসঙ্গে গ্রুপের সার্বভৌমত্ব এবং তাদের নিজেদের পথ নিজেরা নির্ধারণের অধিকারের প্রতি সম্মান জানানো উচিত। সিটিআইপি কর্মীদের লক্ষ্য হওয়া উচিত সারভাইভার দলগুলোকে অনুপ্রাণিত ও ক্ষমতায়িত করা, তাদের সংগঠনের স্বতঃফূর্ত প্রক্রিয়াকে বোঝা না বানানো। প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্ভাব্য সমন্বিত সুবিধাগুলো প্রদর্শন করা সরাসরি চাপ প্রয়োগের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর।

মূল বিষয় হলো যে সারভাইভার দলগুলো তখনই সফল হয় যখন তারা সক্রিয়ভাবে নিজেদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনগুলো নিজেরা নির্ধারণ করে। এটি দৃঢ় উদ্দেশ্যবোধ এবং অভ্যন্তরীণ প্রেরণা প্রদর্শন করে। সারভাইভাররা যখন তাদের লক্ষ্যের ভিত্তিতে বিশেষভাবে কোনো প্রশিক্ষণ চায়, তখন সেই প্রশিক্ষণ দেওয়াই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হয়।

ক্ষমতা বণ্টনে এনজিও: একটি অংশীদারিত্বমূলক মানসিকতা নিয়ে শুরু করতে হবে, নিজেদের এজেন্ডা চাপিয়ে দিয়ে নয়। এনজিওগুলোকে প্রস্তুত থাকতে হবে নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়ার জন্য, গ্রুপটি যখন দক্ষতা অর্জন করবে। এর মধ্যে থাকতে পারে এমন সুযোগ তৈরি করা যেখানে সারভাইভাররা সাধারণত এনজিও দ্বারা পরিচালিত কাজগুলো পরিচালনার দায়িত্ব নিবে, যেমন সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা বা সংবেদনশীল বিষয়গুলো তুলে ধরা, এবং এমন কার্যক্রমকে সমর্থন করা যা সরাসরি এনজিওর লাভের জন্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, এনজিওগুলো প্রকল্পের তহবিলকে উদ্ভাবনী সারভাইভার উদ্যোগে বরাদ্দ করতে পারে বা গ্রুপের সংহতি বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে পরামর্শ প্রদান করতে পারে, যাতে ভাগাভাগি করা সম্পদ এবং দায়িত্বগুলো কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়।

সারভাইভার দলগুলোকে নিতান্ত তথ্য গ্রহণকারী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে লোকদেখানো অন্তর্ভুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। তারা তাদের ক্ষমতা, অনন্য অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং লক্ষ্যগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্পূর্ন অধিকার প্রাপ্য। সারভাইভার দলগুলোর তাদের কার্যক্রমের প্রতিটি দিক, বিশেষ করে তহবিল এবং স্থায়িত্বের কৌশলগুলোর মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

""সামাজিক সংগঠন" মানসিকতা: সামাজিক সংগঠন একটি প্রক্রিয়া নির্দেশ করে যা সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য মানুষের একীভূতকরণ এবং সম্মিলিত শক্তি গড়ে তোলার উপর কেন্দ্রীভূত।[৩] এই পদ্ধতি প্রচলিত প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাঙ্ঘর্ষিক, যেখানে সবসময়ই পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য এবং টপ-ডাউন ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সারভাইভার দল গঠনকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যেন একে সামাজিক সংগঠন হিসেবে দেখা হয়, শুধু প্রকল্প বাস্তবায়ন হিসেবে নয়। সিটিআইপি অনুশীলনকারীরা সাধারণত সেবা প্রদান করার জন্য প্রশিক্ষণ লাভ করে, তবে তারা সাধারণত সামাজিক সংগঠক হিসেবে বা ক্ষমতায়নের সম্পর্কগত জটিলতা বোঝার জন্য প্রস্তুত নয়। সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং সামাজিক সংগঠনের কার্যক্রম সিটিআইপি খাতে তুলনামূলকভাবে নতুন, বিশেষ করে এশিয়া অঞ্চলে (Tauson et al., 2023)। সুতরাং, সারভাইভার দলগুলোকে সমর্থন করা, যেখানে ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভাগাভাগির প্রয়োজন রয়েছে, তা সিটিআইপিতে কাজ করা পেশাদারদের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে স্বস্তিদায়ক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। এটি একটি উল্লেখযোগ্য মানসিক পরিবর্তন, এর জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর কর্মপ্রতিফলন, দাতাদের দ্বারা ধাপে ধাপে অগ্রাধিকার এবং সর্বোপরি যে উপায়ে চিরকাল কাজ করা হয়েছে তা পরিবর্তন করার ইচ্ছা।

৩ সামাজিক সংগঠনের প্রাথমিক ধারণা পেতে মার্ক পোর্টার ম্যাগির (২০২৩) "The Action is the Reaction: Community Organizing for Local Change" **বইটি দেখুন।**

৪ সিটিআইপিতে আরো উদ্ভাবনী পন্থা অবলম্বন করতে এনজিও ও অনুশীলনকারীদের বিরত রাখছে এমন সব কারণের গভীরতর বিশ্লেষণ পড়তে চাইলে পড়ুন চুয়া ও টাউসন (2022) **রচিত** "Learning from our Actions: How can we be Comfortable with Failure"।

৫. টেকসইতা: সংক্ষিপ্ত পরিভাষাগুলোর উর্ধ্বে গিয়ে চিন্তা করা

আইনী বৈধতা

আমাদের গবেষণা সারভাইভার দলগুলোর জন্য আইনী বৈধতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তুলে ধরে। আইনী বৈধতা বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলে এবং তা অন্যদের থেকে আরো বৃহৎ পরিসরে স্বীকৃতি পাবার পথ সুগম করে। সংগঠনগুলোর জন্য আইনী বৈধতা স্বীকৃতি ও সহযোগিতা পাবার চাবিকাঠি। যেসমস্ত সংস্থার আইনী বৈধতা নেই তারা বর্জনের স্বীকার হতে পারে বা সম্পদ পাবার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। যেসমস্ত সমাজে সম্পর্কগুলোর সঠিক মূল্যায়ন হয়, সেসব জায়গায় আইনী বৈধতা চমৎকার প্রভাব রাখে। এটি আরো বিস্তৃত পরিসরে নেটওয়ার্কিং, সম্ভাব্য অংশীদার ও তহবিলের দরজা খুলে দেয়।

এটা সত্যিই আমরা অনির্বাণের সাথে আমাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখেছি। যখন গ্রুপটি সমাজসেবা মন্ত্রণালয় থেকে নিবন্ধন পাওয়ার আগে, তখন তারা অফিসে সাহায্য চেয়ে বা স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাদের প্রায়ই উপেক্ষা করা হতো এবং গুরুত্বের সাথে নেওয়া হতো না। তবে, নিবন্ধন পাওয়ার পরে, একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন হিসাবে তাদের মর্যাদা সম্মান এবং মনোযোগ অর্জন করেছে। যখন তারা সহায়তা চেয়ে অফিসে যেত বা মানব পাচারবিরোধী বা সামাজ সেবাসংক্রান্ত বৈঠকে অংশ নিত, তখন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হতো এবং স্বীকৃতি দেওয়া হতো। এটি প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানতাত্ত্বিক ডব্লিউ. রিচার্ড স্কটের (১৯৯৫) তত্ত্বের সাথে মিল রাখে, যিনি বলেন যে নতুন প্রতিষ্ঠানের বৈধতা প্রায়ই 'নিয়ামক' বৈধতা দিয়ে শুরু হয় যা সরকারী সংস্থার সাথে নিবন্ধনের মতো আনুষ্ঠানিক মর্যাদার মাধ্যমে পায় ।

> **আমরা নিবন্ধন পাওয়ার আগে এবং পরে বিশাল পার্থক্য লক্ষ্য করেছি। একবার নিবন্ধিত হওয়ার পর, যখন আমরা অফিসে যেতাম বা সাহায্য চাইতাম, আমরা বলতে পারতাম, 'আমরা একটি নিবন্ধিত সংস্থা', এবং তারা আমাদের গুরুত্ব সহকারে নিত। তারা আমাদের গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিল। কিন্তু নিবন্ধন পাওয়ার আগে, যখন আমরা একই ধরনের সহায়তা চেয়েছিলাম, তখন কেউ আমাদের সাহায্য করতো না। এখন, অনেক সরকারি কর্মকর্তা এবং এনজিও অনির্বাণকে বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়, হোক তা মানব পাচারবিরোধী বা সামাজ সেবা সংক্রান্ত, কারণ আমরা একটি নিবন্ধিত সংস্থা।**
>
> (যশোর অনির্বাণ সদস্য, ০১ মার্চ জেলা সমাজসেবা বৈঠকের পর আলোচনা)

৫.১ সারভাইভার দলগুলোর জন্য তহবিলের সমস্যাকে তুলে ধরা

সারভাইভার দলগুলোর জন্য তহবিল তৈরি করা একটি জটিল সমস্যা। তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা অপরিহার্য, কারণ সারভাইভাররা প্রায়শই উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক মন্দার মুখোমুখি হয়। সমস্যা হচ্ছে একটি সারভাইভার গ্রুপের জন্য দীর্ঘমেয়াদি তহবিল পরিকল্পনা ছাড়া প্রাথমিকভাবে তহবিল তৈরি ও সহায়তা করলে তা নির্ভরতা তৈরি করতে পারে এবং ভবিষ্যতে এই দলের আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবার সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে।

ককক্সবাজার অনির্বাণের সদস্যরা গত দশকে তাদের লক্ষ্যের প্রতি গভীর সংযোগ গড়ে তুলেছে। এই সারভাইভারদের দলটি মূলত সদস্যদের মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করে। যা তাদের বিভিন্ন পরিকল্পিত কার্যক্রম এবং অফিস খরচগুলোকে কার্যকরভাবে অর্থায়ন করে। তাদের লক্ষ্যের প্রতি অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও এবং দলটির প্রতি গভীর সংযুক্তি থাকা সত্ত্বেও, নিজেস্ব-অর্থায়নের বোঝা একটি বড় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। দলটির এই পরিস্থিতি তৃণমূল পর্যায়ের সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিশ্রুতি এবং আর্থিক টেকসইতার জটিল গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

> **..... তারা তাদের সংগঠনকে এতটাই ভালোবাসে যে এটা তাদের জন্যই সমস্যা। তাদের ইতিমধ্যেই আর্থিক সমস্যা রয়েছে। এই সংগঠন চালানো বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। ওদের দিকের সবকিছু চালাতে ওদের নিজেদের পকেটের টাকাই খরচ করতে হয়। কিন্তু ভালোবাসার খাতিরে তারা ১২ বছরেও এই সংগঠন ত্যাগ করতে পারল না।**
>
> (অনির্বাণ সদস্য, কক্সবাজার, ১৩ মার্চ)

অনির্বানের মধ্যের আবেগ এবং বাস্তবতার এই জটিল ভারসাম্যটি সারভাইভার দলগুলোর সাধারণত যে তহবিলের সীমাবদ্ধতা মুখোমুখি হয়, তার উদাহরণ। বছরের পর বছর ধরে তাদের অংশগ্রহণে অটল প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, সারভাইভার নেতাদের উপর আর্থিক দায়িত্বের ভারীভাবে পড়ছে এবং তাদের কাজ কার্যকরভাবে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

5.2 সম্ভাব্য তহবিলের মডেল: “একই মাপে সবার চলবে” ধারণা আর নয়

সঠিক তহবিলের মডেল অনেকগুলো কারণের উপর গুরুতরভাবে নির্ভরশীল, যেমন: দলের নির্দিষ্ট লক্ষ্য, সহায়ক সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক, জড়িত সারভাইভারদের ক্যাপাসিটি এবং তহবিলজনিত সম্পদের প্রাপ্যতা। এখানে কোনো “দিলাম আর হয়ে গেল” ধারার মডেল নাই, সারভাইভার দলের সাথে যৌথভাবে কাজ করে সমাধান তৈরি করতে হয়।

সিটিআইপি খাতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন কিছু প্রান্তিক সংগঠন ও ক্ষুদ্র এনজিও দ্বারা প্রয়োগকৃত তহবিলের মডেল এখানে দেয়া হল:

সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ

সারভাইভার পরিচালিত দল একটি ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং এর লভ্যাংশ থেকে থেকে মানবপাচার বিরোধী কার্যক্রমের তহবিল আসতে থাকবে।

সুবিধা:

- ·টেকসই উপার্জনের পথ
- ·সারভাইভাররা কর্ম দক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা লাভ করে
- ·সমাজে মানব পাচার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করতে পারে

অসুবিধা:

- ·ব্যবসায় দক্ষতা ও শুরুতেই পুঁজির প্রয়োজন হয়, যা বৃহত্তর কোনো সংগঠন বা গণতহবিল থেকে আসে
- ·সমাজকর্ম ও লাভের চিন্তা – এ দুটোর মধ্যে ভারসাম্য করা কঠিন, লভ্যাংশ কীভাবে খরচ হবে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে
- একজন বা দুইজন দ্বারা ব্যবসাটি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকলে তা সংগঠনে ভাঙন আনতে পারে

আন্তর্জাতিক দাতাগণ

ফাউন্ডেশন, কর্পোরেশন বা বিদেশী সরকারগুলোর মানবতার কাজে উৎসর্গকৃত কর্মযজ্ঞ, যেমন পাচারবিরোধী কর্মকাণ্ড।

সুবিধা:

- ·বৃহৎ আকারে তহবিল গঠনে কার্যকরী
- সম্পদে সুযোগ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ

অসুবিধা:

- ·আবেদনের প্রক্রিয়া উচ্চমাত্রায় আমলাতান্ত্রিক, জটিল ও সময়সাপেক্ষ
- ·কীভাবে তহবিলের ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি বা বাধা থাকতে পারে
- তহবিল এখানে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল

দাতা এনজিওসমূহ

বৃহত্তর, সুপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থাগুলো সারভাইভার চালিত দলকে বৃত্তি বা উপচুক্তি প্রদান করতে পারে।

সুবিধা:

- ·প্রশিক্ষক ও দিকনির্দেশনা দিতে পারে
- প্রতিষ্ঠিত তহবিলের চ্যানেল ও দাতা নেটওয়ার্কের সাথে পরিচিতি

অসুবিধা:

- ·বৃহত্তর এনজিওগুলোর সাথে সম্পর্ক নির্মাণের প্রয়োজন হয়
- ·এনগিওগুলোর মূল লক্ষ্যের সাথে সারভাইভার দলগুলোর সমন্বয়ের জন্য হয়ত তাদের কাজের ধরণে পরিবর্তন আনতে হবে
- ·কীভাবে তহবিলের ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি বা বাধা থাকতে পারে

সরকারী অনুদান

রাষ্ট্রীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয় সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তহবিল দেয়, যেমন ভুক্তভোগী সহায়তা বা গৃহায়নে সাহায্য।

সুবিধা:

- ·তহবিলের নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী উৎস
- ·দীর্ঘমেয়াদী অংশীদারিত্বের জন্য সম্ভাবনাময়

অসুবিধা:

- ·আমলাতান্ত্রিক আবেদন প্রক্রিয়া ও কাগজপত্র প্রয়োজন
- ·কীভাবে তহবিলের ব্যবহার করা হবে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি বা বাধা থাকতে পারে
- ·রাজনৈতিক অগ্রাধিকারের উপর নির্ভরশীল

ব্যক্তিগত দাতাগণ

গণতহবিলের মঞ্চসমূহ, অনুষ্ঠান বা সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে ব্যক্তিপর্যায়ে তহবিলের অর্থ সংগ্রহ।

সুবিধা:

- ·একেবারে ক্ষুদ্র পর্যায়ে সহায়তা চাওয়া সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারে
- কীভাবে তহবিলের ব্যবহার হবে সে ব্যাপারে শিথিলতা

অসুবিধা:

- ·অনিশ্চিত এবং সময়সাপেক্ষ
- বিপনন ও প্রচার কার্যক্রমের প্রয়োজন পড়ে

মিশ্র মডেলসমূহ

অনেক সফল ক্ষুদ্রপর্যায়ে চালিত দলগুলো এই মডেলগুলোর মিশ্রণ ঘটিয়ে তাদের তহবিলকে বৈচিত্রময় করে এবং টেকসইতা বৃদ্ধি করে।

মডেল ১

একটি সামাজিক উদ্যোগ যা পরিচালন আয় সৃষ্টি করবে, এবং নির্দিষ্ট সারভাইভারদের সহায়তা কর্মসূচির জন্য পরিপূরক সরকারী অনুদান পাবে।

মডেল ২

প্রাথমিক মূলধন গঠনের জন্য ব্যক্তিগত অনুদান, এর পরে বৃহৎ আকারের প্রকল্পের জন্য এনজিও দাতা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

৬. সারভাইভার দল তৈরির ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো

৬.১ মূল যে বিষয়গুলো বিবেচ্য

- **সারভাইভারদের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান:** এনজিওগুলো প্রায়ই সারভাইভারদের সিদ্ধান্তের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে এবং এটি বিপজ্জনক ফলাফলে বয়ে আনতে পারে। তাদের অবশ্যই প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। দাতাদের সাফল্যের প্রত্যাশা এবং ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অসহনশীলতা ঝুঁকিপূর্ণ কৌশলগুলো এড়ানোর জন্য এনজিওগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করে। ৫ এনজিও কর্মীদের পক্ষপাতিত্বও থাকতে পারে, সারভাইভারদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করতে পারে। পারস্পরিক সম্মান ও বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সংলাপ গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ক্ষমতায়ন মানে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যা এনজিওগুলো হয়তো বেছে নেবে না। এনজিওগুলোর পরামর্শ দেওয়া, ঝুঁকির রূপরেখা তৈরি করা এবং বিকল্প উপস্থাপন করা উচিত যাতে গোষ্ঠীটি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত তাদের অবশ্যই গোষ্ঠীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে সম্মান এবং সমর্থন করতে হবে।

- **বৈষম্য এবং আত্মবিশ্বাসহীনতা:** অনেক দেশে সারভাইভারদের প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান এবং এটি সমাজের পক্ষপাতমূলক মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে যেমন সামাজিক শ্রেণী, শিক্ষা স্তর, জাতিগততা এবং লিঙ্গের মতো উপাদান। এইসব পক্ষপাত নিজস্ব ক্ষমতা ও স্বাধীনতা সম্পন্ন সারভাইভারদের নেতৃত্বাধীন দল গঠনের জন্য একটি কঠিন পরিবেশ তৈরি করে। সহজভাবে বলতে গেলে, সারভাইভাররা তাদের বক্তব্য শোনার বা তাদেরকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলেননি, যা নেতৃত্বের ক্ষমতা নিয়ে তাদের ভেতর সন্দেহ সৃষ্টি করে।

যা মনে রাখা প্রয়োজন:

১. প্রতিটি সারভাইভার দলই মৌলিক। আপনার সহায়তাকে তাদের পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিমার্জন করুন।

২. সত্যিকারের বিশ্বস্ততা তৈরি করুন। দ্রুত জয় আশা করা উচিত নয় এবং সর্বদা অবস্থার অবনতির জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

৩. সারভাইভার কণ্ঠকে প্রাধান্য দিন এবং নিজেদের সিদ্ধান্তমত চলতে তাদের সক্ষমতা তৈরি করুন। সত্যিকারের অংশীদারিত্বের এটি শেকড়।

- **সংগঠন:** কার্যকর দল গঠন এবং টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সারভাইভারদের নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, বিশেষ করে যেখানে ক্ষমতায়ন এবং নিরাময় কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সারভাইভারদের নেতৃত্ব কোনো সহজলভ্য সম্পদ নয় যা যে কোনো সময় ব্যবহার করা যেতে পারে; বরং এটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত হয়। সংগঠন প্রক্রিয়া সারভাইভার নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বৈষম্য ও আত্মবিশ্বাসহীনতার মতো বাধাগুলোকে অতিক্রম করে, সেই বন্ধনগুলোর মাধ্যমে - যা গড়ে ওঠে এবং সেই কাজগুলোর মাধ্যমে - যা করা হয়।

[5] See Chua and Tauson (2022) for more insight into the "fear of failure" culture entrenched in the international development sector

- **লিঙ্গভিত্তিক বিবেচনা:** অধিক রক্ষণশীল ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে, নারী ও পুরুষ উভয় সারভাইভার নেতৃত্বের ভূমিকা সমর্থন করার কথা বিবেচনা করা উচিত, যাতে স্থানীয় নিয়ম এবং গোষ্ঠীর লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্য থাকে।

- **স্বাধীনতায় বাধা:** যদিও এই স্বাধীনতা তাদের অধিকার, সারভাইভার দলগুলো তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পারে, যার মধ্যে বড় বড় অংশীদার সংস্থা এবং দাতাদের বাধাও অন্তর্ভুক্ত।

৬.২ দরজারক্ষণ

এনজিওগুলো দরজারক্ষী: প্রচলিত এনজিওগুলো প্রায়ই দাতা সংস্থাগুলোর দ্বারা নির্ধারিত কর্মসূচির লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করে, যা নির্দিষ্ট পরিষেবা বা প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর গুরুত্ব দিতে পারে। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলো সদিচ্ছাপূর্ণ হলেও সেগুলো প্রায়শই স্থানীয় বাস্তবতার সাথে মেলে না এবং সমাজের দৈনন্দিন চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তবুও এনজিওগুলো তহবিলের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে এবং ভবিষ্যতের তহবিলের জন্য প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য দাতাদের প্রত্যাশার মধ্যে কাজ করতে চাপের মুখোমুখি হয় (Chua and Tauson, 2023)। তাছাড়া, কড়াকড়িমূলক চুক্তিগুলো প্রায়শই অভিযোজন এবং পরীক্ষামূলক পদ্ধতি গ্রহণের অনুমতি দেয় না।

এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ করতে, এনজিওগুলো কখনও কখনও তাদের সমর্থনমূলক ভূমিকা থেকে সরে গিয়ে দরজারক্ষী হয়ে উঠতে পারে, যা সারভাইভারদের স্বাধীনতাকে দুর্বল করে দিতে পারে এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে নিজেদের সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজে লাগাতে পারে।

দরজারক্ষণ প্রতিরোধের জন্য করণীয় পদক্ষেপ:

- **সম্মানজনক অংশীদারিত্ব স্থাপন**: শুরু থেকেই সারভাইভার দলের সঙ্গে একটি পারস্পরিক সম্মানজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর জোর দিন, যেখানে ভূমিকা এবং প্রত্যাশা স্পষ্ট।

- **স্ব-প্রতিফলনকে উৎসাহিত করা**: এনজিওগুলোর অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া থাকা প্রয়োজন যা কর্মীদের সারভাইভারদের সম্পর্কে তাদের নিজস্ব পক্ষপাত ও ধারণাগুলো পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করে। এই প্রতিফলনের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সম্পদ প্রদান করুন।

- **উদ্দেশ্যের ক্রমবিবর্তনকে সমর্থন করুন**: সারভাইভারদের দলগুলোকে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সময়ের সাথে সাথে এর সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করুন, প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন হতে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত করুন। দলগুলোকে গঠিত হতে, একসঙ্গে থাকতে এবং সফল হতে হলে, স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা দলের সকল সদস্য সমর্থন করতে পারেন। দলগুলোর গঠন, স্থায়িত্ব এবং উন্নতির জন্য, এনজিও দ্বারা প্রদত্ত সুবিধার ওপর নির্ভরশীল না থেকে সমন্বিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে চলাই গুরুত্বপূর্ণ।

৬.৩ সারভাইভার দলগুলোর আত্মপরিচয়ের গুরুত্বকে বোঝা

শুধু একটি দল গঠনের জন্য দল গঠন করলে, দলে সমস্যা সৃষ্টি হবে এবং টেকসইতারসমস্যা দেখা দেবে। প্রমাণ অনুসারে, দল গঠন এবং এর টেকসইতা নির্ভর করে দলের একটি সমন্বিত উদ্দেশ্য থাকার উপর (Tauson et al., 2023)। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো দল গঠন করা হয় শুধুমাত্র সেবা পাওয়ার শর্তেসদস্যপদ সংযুক্ত করে, যেমন, তারা যদি সভায় অংশগ্রহণ করে তবে সেবা পাবে, তাহলে এটি কেবল সমস্যাই সৃষ্টি করবে (Bhagat, 2023)।

- **·সারভাইভার পরিচয়ের জটিলতা বোঝা:** আলোচনা করুন কীভাবে এই তকমাটি একইসাথে ক্ষমতায়িত এবং সীমাবদ্ধ করতেপারে, এবং সময়ের সাথে এটি কীভাবে বিকশিত হয়। স্বীকার করুন যে কিছু ব্যক্তি এই পরিচয়টি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন বা কখন এবং কিভাবে এর সাথে নিজেদের যুক্তকরতে চান তা বেছে নিতে পারেন।

- **·স্ব-সংজ্ঞায়নের জন্য পরিধি তৈরি করুন:** তারা তাদের দলীয় পরিচয় সম্পর্কে কী মনে করে এবং তারা নিজেদের কিভাবে উপস্থাপন করতে চায় তা অন্বেষণ করতে সারভাইভার দলগুলোর সাথে কাজ করুন ।

- **·উদ্দেশ্যের ক্রমবিবর্তনকে সমর্থন করুন:** সারভাইভারদের দলগুলোকে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং সময়ের সাথে সাথে এর সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করুন, প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন হতে বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ স্থানান্তরিত করুন। দলগুলোকে গঠিত হতে, একসঙ্গে থাকতে এবং সফল হতে হলে, স্পষ্ট একটি উদ্দেশ্য স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ, যা দলের সকল সদস্য সমর্থন করতে পারেন। দলগুলোর গঠন, স্থায়িত্ব এবং উন্নতির জন্য, এনজিও দ্বারা প্রদত্ত সুবিধার ওপর নির্ভরশীল না থেকে সমন্বিত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এগিয়ে চলাই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশিক্ষকতার মডেল: সারভাইভারদের থেকে শেখা

নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমের মানচিত্রায়ন: পাচারে জড়িত নেটওয়ার্ক ও সিস্টেমের মানচিত্র তৈরি করতে সারভাইভারদের সাথে কাজ করুন। সারভাইভারদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কীভাবে চোখের অগোচরে পাচার পরিচালিত হয় তার বিশদ চিত্র তুলে ধরতে পারে। কার্যকর হস্তক্ষেপের জন্য এটি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় বিষয়গুলো বোঝা: প্রতিটি এলাকারই নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় রয়েছে যা পাচারকে প্রভাবিত করে। সারভাইভাররা খুবই সুনির্দিষ্ট তথ্য সরবরাহ করতে পারে যার সাহায্যে এনজিওগুলো আরো কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক কর্মপরিকল্পনা করতে পারে।

হস্তক্ষেপজনিত ফলাফল থেকে শিক্ষা: কোনটা কাজ করেছে এবং কোনটা কাজ করে নাই তা বোঝার জন্য সারভাইভারদের সাথে অতীতের হস্তক্ষেপগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। এটি এনজিওগুলোকে সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর বিষয়ে পূর্বধারণা করতে সাহায্য করবে এবং ক্ষতি বা সম্পদের অপচয় হয় এমন ভুলগুলো বারবার করতে বিরত রাখবে।

সারভাইভার-পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আয়োজন: এমন প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা করুন যেখানে এনজিও ও অন্যান্য অংশীদাররা সারভাইভারদের থেকে সরাসরি পাচারের বাস্তবচিত্র সম্বন্ধে জানবে। এটি শুধুমাত্র সারভাইভারদের ক্ষমতায়নই করবে না বরং অনুশীলনকারীরা সরাসরি জ্ঞানলাভ করছে এটারও নিশ্চয়তা দেবে।

৬.৪ দক্ষতা বৃদ্ধি ও মূল্যায়ন

সারভাইভার দলের প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষতা বৃদ্ধি না করা এবং তাদের বিদ্যমান দক্ষতাকে স্বীকৃতি না দেওয়া অকার্যকরী এবং সীমিত সম্পদের অপচয়।

- **প্রয়োজন-ভিত্তিক পদ্ধতি:** একটি গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে কীসেরঅভাব রয়েছে বা সমস্যা সমাধানের জন্য কী প্রয়োজন তা সনাক্ত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই প্রয়োজনগুলোপূরণের জন্য বাহ্যিক সম্পদ বা সহায়তা নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

- **·সম্পদ-ভিত্তিক পদ্ধতি:** গোষ্ঠী বা দলের বিদ্যমান শক্তি, দক্ষতা এবং সম্পদ সনাক্তকরণ এবং ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব দেয়। এই পদ্ধতি সেই উপাদানগুলোর উপর ভিত্তি করে কাজ করতে চায় যা ইতিমধ্যেই ভালোভাবে কাজ করছে।

- **বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বিশেষায়িত জ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিন:** স্বীকার করুন যে সারভাইভাররা পাচার এবং কার্যকর সমাধান সম্পর্কে অমূল্য জ্ঞান রাখে। তদুপরি, সারভাইভাররা পৃষ্ঠপোষকতা ও অনানুষ্ঠানিকতার মধ্যে তাদের দিনযাপনের সংগ্রাম সম্পর্কে একটি সহজাত বোঝাপড়া রাখে। এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পতৈরি করুন। দক্ষতা বৃদ্ধি একটি সহযোগিতামূলক প্রক্রিয়া হিসাবে গড়ে তোলা উচিত, যেখানে এনজিওগুলো সারভাইভার দের থেকে শেখে যতটা, তার চেয়ে বেশি শেখায় না।

৬.৫ দাতাগণ ও এনজিওর জন্য মূল সুপারিশসমূহ

- **১। সময়:** সারভাইভার দলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য সময় বিনিয়োগ করুন। তাদের প্রকৃত চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

- **২। বিশ্বাস:** এনজিও এবং দাতাদের অবশ্যই সারভাইভারদের বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, তাদের জ্ঞান এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা স্বীকার করতে হবে।

- **৩। ধৈর্য:** মানসিকতা পরিবর্তন এবং দক্ষতা তৈরি করতে সময় লাগে। ধৈর্যের সাথে এবং ক্রমাগত পরামর্শ দিয়ে সারভাইভার স্বাধীনতার লক্ষ্যে

- **৪। নম্রতা:** CTIP পেশাদারদের স্বীকার করা উচিত যে তারা পাচার বন্ধ করার বা তৃণমূল পর্যায়ের সারভাইভার দের নেতৃত্বকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ নয়। সারভাইভারদের অভিজ্ঞতা এবং অন্তর্দৃষ্টিগুলোথেকে তাদের অনেককিছুশেখার প্রয়োজন।

- **৫। বিনিয়োগ:** CTIP অনুশীলনকারী এবং সারভাইভাররা পাচার বন্ধ করার একটি সাধারণ লক্ষ্য ভাগ করে নেয়, যা এমন একটি ব্যবস্থার পরিবর্তনের লড়াই যা ভঙ্গুরতা উৎপন্ন করে। সারভাইভার নেতৃত্ব এবং সমষ্টিগত শক্তিতে বিনিয়োগ করা এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর মধ্যে রয়েছে সারভাইভারদের মূল্যবান কাজকে আর্থিকভাবে সমর্থন করা।

- **৬। নমনীয়তা:** সারভাইভার দলের সাথে সহযোগিতা করার জন্য নমনীয় এবং মানানসই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করুন, তাদের আনুষ্ঠানিকতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীনতাকে সম্মান করুন। দ্রুত এবং দক্ষতার সাথে সহায়তা ও তহবিল সরবরাহ করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

Aronowitz, A. A. (2009). Human trafficking, human misery: The global trade in human beings. Greenwood Publishing Group.

Bhagat, A. (2023) 'Forgotten survivor initiatives: the zombie projects of anti-trafficking', openDemocracy, 7 June. Available at: https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/forgotten-survivor-initiatives-the-zombie-projects-of-anti-trafficking/

Cho, S.-Y. (2015). Modelling for determinants of human trafficking. Social Inclusion, 3(1), 2–21. https://doi.org/10. 17645/si.v3i1.125

Chua, J.L., Tauson, M., (2022). Learning from our Actions: How can we be Comfortable with Failure?. Retrieved from: https://winrock.org/wp-content/uploads/2023/02/Asia-CTIP-Learning-from-Our-Actions-Paper.pdf

Crane, A. (2013). Modern slavery as a management practice: Exploring the conditions and capabilities for human exploitation. Academy of Management Review, 38(1), 49–69. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0145

DiRienzo, C. E. (2020). Human Trafficking: What the New IOM Dataset Reveals. Journal of Human Trafficking, 1–15. doi:10.1080/23322705.2020.180

Pocock, N. S., Kiss, L., Dash, M., Mak, J., & Zimmerman, C. (2020). Challenges to pre-migration interventions to prevent human trafficking: Results from a before-and-after learning assessment of training for prospective female migrants in Odisha, India. PLoS one, 15(9), e0238778.

Riley, T., & Moltzen, R. (2011). Learning by Doing: Action Research to Evaluate Provisions for Gifted and Talented Students. Kairaranga, 12(1), 23-31.

Tauson, M., Grasso, C., Chua, J.L., & Chang, J. (2023). Understanding Survivor Owned Groups: A Systematic Literature Review and Narrative Synthesis. Retrieved from: https://winrock.org/wp-content/uploads/2023/12/Collective-Action-SLR_Asia-CTIP_pubversionfinal_11122023.pdf

Tsai, L. C., Lim, V., & Nhanh, C. (2020, January). " I Feel Like We Are People Who Have Never Known Each Other Before": The Experiences of Survivors of Human Trafficking and Sexual Exploitation Transitioning From Shelters to Life in the Community. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 21, No. 1).

Winrock International. (2021). Approaches to Safe Migration Activities in Counter Trafficking Projects: Learning from our Actions. USAID Asia CTIP Learning Paper Series. Retrieved from: https://winrock.org/wp-content/uploads/2021/10/Asia-CTIP-Learning-Paper-Safe-Migration-Paper.pdf

Magee, M. P., (2023, October). The Action is the Reaction: Community Organizing for Local Change. AdvocacyLabs. Retrieved from: https://www.future-ed.org/wp-content/uploads/2023/10/Community-Organizing.pdf

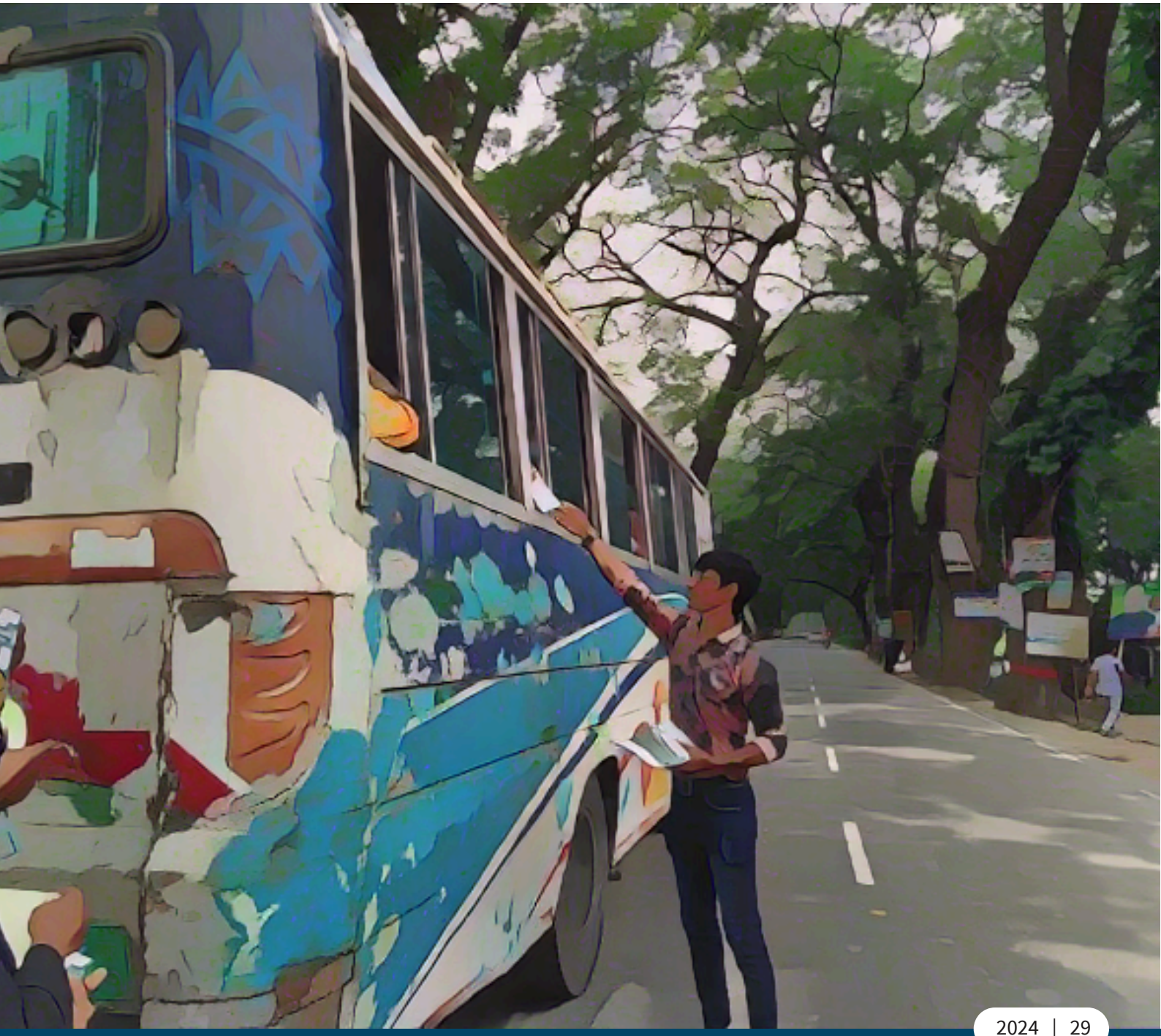

Copyright ©2024 Winrock International all rights reserved. Winrock International is a recognized leader in U.S. and international development, providing solutions to some of the world's most complex social, agricultural, and environmental challenges. Inspired by its namesake Winthrop Rockefeller, Winrock's mission is to empower the disadvantaged, increase economic opportunity, and sustain natural resources. The information appearing in this publication may be freely quoted and reproduced provided the source is acknowledged. No use of this publication may be made for resale or other commercial purposes.

Disclaimer: This briefing was made possible through the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

Photo Credits: ANIRBAN Jashore chapter

USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

WINROCK
INTERNATIONAL